KANDI RAJ COLLEGE

4TH SEM - BENG - G-LCC - T-2

পর্ব-২ কবিতা - বনলতা সেন - জীবনানন্দ দাশ

কবি পরিচিতি ও কবিতার রসগ্রাহী আলোচনা

(ক)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম প্রয়াস ঘটেছিল কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে। আদি-মধ্যযুগের বাংলা কাব্য ছিল ধর্মনির্ভর, (চর্যাপদ - অনুবাদসাহিত্য - বৈষ্ণব পদাবলী - মঙ্গলকাব্য - বৈষ্ণব ধর্মীয় শ্রেষ্ঠতর সাহিত্য, সাধারণ মানুষের প্রকাশ সাহিত্য মর্যাদা পায়নি)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য (উনিশ - বিশ শতক) কবিতার জন্ম হয়েছে পাশ্চাত্য গীতিকবিতার ভাবভাবনার আশ্রয়ে। কবি বিহারীলাল (ভোরের পাখি বলা হয়) প্রথম বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা রচনা করেন (যেমন 'সারদামঙ্গল')। কবি মধুসূদন দত্ত প্রাচীন মহাকাব্যের কাহিনী অনুসরণে নতুন ঢঙে নতুন মহাকাব্য রচনা করলেন, যেমন 'মেঘনাদবধ কাব্য', গীতিকবিতাও রচনা করেন (যেমন 'বঙ্গভূমির প্রতি') আর রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি তা সুপ্রাচীন সুকণ্ঠ, আত্মপরিচয়ে তিনি কবি। তাঁর স্পষ্ট অজস্র কাব্যগ্রন্থ হল:- 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'বলাকা', 'মহুয়া', 'পূরবী', 'পুনশ্চ', 'লিপিকা' প্রভৃতি।

বিশ শতকের সূচনায় বাংলার কাব্যভুবন যখন রবির আলোকে আলোকিত সেই সময় জীবনানন্দের আবির্ভাব ঘটে বাংলা কাব্যের যুগান্তরের সূচনা করল। তিরিশের দশক থেকে রবীন্দ্র কবিতার (ভাব ও ভাষা) প্রতি বিদ্রূপ দেখা দিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রমুখ কবিগণ নতুন পথে যাত্রা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু সেই কথা জানিয়েছেন — "এই কবিতার নতুন পথ রবীন্দ্রের আমাদের জন্যে।" জীবনানন্দ অবশ্য এই কবিদের দলে সচেতনভাবে যুক্ত হননি। কিন্তু তাঁর কবিতাও সেই আধুনিক কবিতার সঙ্গে সুপরিচয়ে পরিচয় হয়। "ভাষার দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত, অন্তত; মুক্তি বিদ্রোহী - কাব্যেই আমরা আধুনিক কাব্য নাম দিতে পারি।"

শীলা ভট্টাচার্য
৭/৪/২০২০

কবি জীবনানন্দের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বনলতা সেন' আধুনিক কবিতার উক্ত সংজ্ঞাটির সার্থক দান হয়। কবিতাটিতে কবির প্রেমভাবনা প্রকাশিত। কবিতায় অনন্ত বা শাশ্বত প্রেমের কথা বলা হয়েছে (যেমন রবীন্দ্রনাথ কবিতায় অনন্ত প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছে), প্রেমের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি উপলব্ধি করার প্রয়াস দেখা গেছে। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' হৃদয়ের শান্তি দিয়েছে।

আধুনিক কবিতার প্রায় সকলেই কবিতায় 'নামকরণ' করে কবিতা রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'র নারী প্রকৃতি ও চরিত্র নিয়ে কবিতা লিখেছেন, যেখানে কবিতায় শরীরী ভাব উপস্থিত। জীবনানন্দ তাঁর কবিতার নামে আর একটি নারী পুরুষ (বনলতা সেন) আবার দেখি, কিন্তু ভাবে ভিন্ন। হাজার বছরের পটভূমি ও কবিতার ভৌগোলিক অবস্থান (নাটোরের বনলতা সেন) উল্লেখ করে কবি তাঁর ভাবনায় সুদূর দেশকালের গভীর মাত্রা প্রকাশিত করেছেন। এইভাবে বিশেষ বনলতা সেন বিশ্বিশাশ্বত মাত্রা লাভ করে উঠল।

বনলতা সেনের সন্ধান কবি বিভিন্ন বিশ্বিশাশ্বত আশোকের ধূসর জগতে, বিদর্ভ নগরে (অতীতকালে) সফরও করেছে। কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া সবুজ পৃথিবী - কবির সুদূর বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় সাগরের জগৎ ও সৌন্দর্যসমৃদ্ধ নীলিমায়, আধুনিক যুগের কবি জীবনানন্দ তার বিশ্বকে দেখিয়েছেন মাত্র এক ছত্রে কবিতার অন্তরে বিশ্বিশাশ্বত বিশ্বে

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

বনলতা সেনের সাথে প্রথম সাক্ষাতে কবি প্রকৃতির রূপটিকে সামনে উপস্থিত করেন, যেমন করে হেমন্তকাল নাবিক দিশা হারিয়ে - "সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখ মেলে দেখেছিল দারুচিনির দ্বীপের ভিতর।" এর পরেই তার কাছে কবি পেয়েছেন এক স্থিতি আশ্রয়। যাকে সে এতদিন খোঁজে ফিরেছে? পথিক বীরের মত চোখ তুলে পেয়েছে বনলতা সেন।

এখানে পাখির ডাক ও আভিধানিক সংজ্ঞা অতিক্রম করে এক পরম প্রাপ্তিকে প্রকাশ করেছে। এখানে কবি নায়িকার চোখের ভাষার বর্ণনা করেন নি, কারোর মনের ভাবের বর্ণনা, নীড়ের শান্তি, স্নেহ, মমতাপূর্ণ নিশ্চিন্ত আশ্রয় যেমন পাখির জন্য, বনলতা সেনের চোখের দৃষ্টি কবিকে সেই আশ্রয় দিয়েছে, শুধু তাই নয় - এতদিন যেখানে ছিলেন এই উক্তি আহ্বানেই কবি স্বয়ং এই চরিত্র আধুনিক কাব্যের নায়িকা হিসাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সারা দিন ঠাঁই না পাবি রৌদ্রের পাখার ঝড়ে নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায় এর - সন্ধ্যাকালে যে ফিরে আসে নীড়ে। কবিও জীবনের সন্ধ্যাকালে সেই নীড়ের আশ্রয়েই প্রবেশ করেছেন। জীবনের সন্ধ্যাকালে সব দেওয়া নেওয়া চুকিয়ে দিয়ে এই একমাত্র আশ্রয়ের কাছেই কবি মুখোমুখি হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দিনাবসানের চিত্রে কবি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

(সন্ধ্যার আসে শিশিরের মতন। দিনের কালো ছিলো ডানায় রৌদ্রের গন্ধ কবির ইন্দ্রিয় চেতনায় সাড়া দিয়ে যায়।)

জীবনানন্দ বনলতা সেন কবিতাটিতে মর্ত্য দিয়ে অমর্ত্য প্রেমকে উপলব্ধি করে কবিতায় ধরা দিয়েছেন, নামটি কাল্পনিক কিন্তু অমর্ত্যকে ধারণ যোগ্যরূপে ধরার জন্যই এই প্রয়াস, এই বনলতা সেন যেখানে সীমার অতিক্রম করে চিরন্তন বাণীতে উন্নীত। প্রেমও সীমার মৃত্যুঞ্জয়। যেন চিরকাল নারী জাতের কামনা অতিক্রম করতে পারেনা, অতীতের মধ্যেই চিরন্তনীকে আবিষ্কার করতে হয়।

এই দুয়ের কাম সাম্যের আরোপণ নিয়ে আসল শুধু কবি।

প্রিয় ছাত্রছাত্রী,

তোমাদের পাঠ্য (L.C.C. BENG-G) কবিতা কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' এর উপর আলোচনা লিখে পাঠাবার, মূল কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনাটি পাঠ করবে।

'মুক্তাক্ষর'এ উপর আলোচনা লিখে পাঠানোর ইচ্ছে আছে। তার সময় সাপেক্ষ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমিস্টারের (সাম্মানিক ও সাধারণ সাথে) ক্ষেত্রে লিখবে চিত্র সাথে ছাত্রছাত্রীদের এইভাবে লিখে পাঠাতে হবে। তোমরা ধৈর্য ও বিশ্বাস রাখো। সুযোগ সময় মতো আমি যথাযথ যোগ করবো।

শীলা ভট্টাচার্য
9/08/2020